দারুল আমানের প্রহসনের কবলে মুসলিম উম্মাহ!

বর্তমানে দারুল আমানের বাহানায় উম্মাহর উপর এক মারাত্মক প্রহসন চলছে। বলাহচ্ছে – ইসরাইল ব্যতীত বাকি সারা দুনিয়া দারুল আমান তথা শান্তিময় রাষ্ট্র।আর দারুল আমান হওয়ার ফল স্বরুপ বলা হচ্ছে – এসব রাষ্ট্রের বিরোদ্ধে কিতালহারাম।

আসলে মনে হচ্ছে ফরযে আইন কিতালকে পরিত্যাগ করার বাহানা স্বরুপ দারুল আমান আবিষ্কার করা হয়েছে।

প্রথমে তারা ফুকাহায়ে কেরামের ইজমা তথা ঐক্যমতের বিপরীতে দারুল আমাননামে তৃতীয় একটা প্রকার বের করেছে। তারপর নিজেদের থেকেইতার উপর হুকুমলাগিয়ে নিয়েছে যে, দারুল আমানের বিরোদ্ধে কিতাল হারাম।

মুফতী তাকি উসমানী সাহেব দা.বা. তাঁর কিতাব ‘ইসলাম আওর সিয়াসী নজরিয়্যাত’ এ দারুল আমানের আলোচনা এনেছেন। সেখানকার বক্তব্য থেকে মনে হয় যেন ‘দারুলআমান’ নামে আলাদা এক প্রকার রাষ্ট্র আছে যা দারুল হরব থেকে ভিন্ন। দারুলআমান এবং দারুল হরব যেন একটি আরেকটির বিপরীত। দারুল হরব দারুল আমান হতেপারে না, দারুল আমান দারুল হরব হতে পারে না।

মুফতী তাকি উসমানী সাহেব দা.বা. যদিও তা স্পষ্ট করে বলেননি তবে একজনসাধারণ পাঠক সেখান থেকে এমনটাই বুঝবেন। অর্থাৎ দারুল আমান নামে আলাদা একপ্রকার রাষ্ট্র আছে যা দারুল হরব থেকে ভিন্ন। দারুল আমান এবং দারুল হরবএকটি আরেকটির বিপরীত। দারুল হরব দারুল আমান হতে পারে না, দারুল আমান দারুলহরব হতে পারে না।

যেহেতু এখানে ভুল বুঝাবুঝির প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে কাজেই বক্তব্যটাএভাবে উপস্থাপন করা মুফতী তাকি উসমানী সাহেব দা.বা. এর জন্য সম্পূর্ণ উচিতহয়েছে বলা যায় না।

দ্বিতীয়তঃআলেম নামধারী কিছু জাহেল লোক রয়েছে যারা কোন প্রকারদলীল প্রমাণ ছাড়াই দারুল আমান নামে তৃতীয় একটা নতুন প্রকার সৃষ্টি করেসেটাকে

দারুল হরবের বিপরীতে দাঁড় করিয়েছে। শুধু তাই নয়, সেসব কুফরীরাষ্ট্রে জিহাদকে হারাম ফতোয়া দিয়েছে। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহিরাজিউন! আল্লাহ তাআলা এদের কবল থেকে উম্মাহকে হেফাজত করুন।

মূলত ইসলামী ফিকহ তথা আইন শাস্ত্রের পরিভাষায় দারুল আমান নামে কোনরাষ্ট্র নেই। রাষ্ট্র হয়তো দারুল ইসলাম হবে, নতুবা দারুল হরব হবে। মাঝামাঝিকোন প্রকার নেই।

এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ – এখন পর্যন্ত যারা দারুল আমান নামে একটা আলাদারাষ্ট্র আছে বলে দাবি করেছে তারা ফিকহের কোন কিতাবের রেফারেন্স দিতেপারেনি। স্বয়ং মুফতী তাকি উসমানী সাহেব দা.বা. ও ফিকহের কোন কিতাবেররেফারেন্স দিতে পারেননি। বরংশাহ আব্দুল হক্ক মুহাদ্দিসে দেহলবী রহ. (জন্ম–৯৫৮হি., মৃত্যু–১০৫২হি.) এরএকটা বক্তব্য উল্লেখ করেছেন মাত্র। তাও আবার ইসলামী ফিকহ তথা আইনশাস্ত্রের কোন কিতাব থেকে নয়; দেহলবী রহ. এর লিখিত মিশকাত শরীফেরব্যাখ্যাগ্রন্থ "আশি'য়াতুল লামাআত" থেকে।
বাস্তবে শাহ সাহেব রহ. সেখানে দারুল আমান নামে তৃতীয় একটা নতুন প্রকারসৃষ্টিও করেননি।সেটাকে দারুল হরবের বিপরীতে দাঁড়ও করাননি। সামনে তাস্পষ্ট করবো ইনশাআল্লাহ!
কুরআন, হাদীস, ইজমা, কিয়াস বাদ দিয়ে; সকল মাযহাবের সকল ফিকহের কিতাববাদ দিয়ে এক হাজার বছর পরে আগত শাহ আব্দুল হক্ক মুহাদ্দিসে দেহলবী রহ. এরএকটা অপ্রাসঙ্গিক বক্তব্য যে কেন আনলেন তা আশাকরি আপনাদের নিকট অস্পষ্ট নয়।অতএব এটা যে একান্তই তাদের নিজস্ব আবিষ্কার তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

দারুল আমানের হাকীকতঃ

প্রথমতইসলামী ফিকহ তথা আইন শাস্ত্রের পরিভাষায় দারুল আমান নামে কোন রাষ্ট্র নেই।

দ্বিতীয়তশাহ আব্দুল হক্ক মুহাদ্দিসে দেহলবী রহ. এর বক্তব্যথেকে দারুল আমান দারুল হরবের বিপরীত কোন প্রকার দাঁড়ায় না। বরং তা দারুলহরবেরই একটা প্রকার সাব্যস্ত হয়।

শাহ সাহেব রহ. হিজরতের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন–

"وہجرت در اسلام بر دو وجہ واقع شدہ-اول: انتقال از دار خوف بہ دار امان، چناکہ بعض صحابہؓ در ابتدائے اسلام بہ حبشہ ہجرت کردند، تا از خوف شر و فساد مشرکان مکہ در امان باشند، وہ چناکہ بعض از مکہ بہ مدینہ رفتند پیش از ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم واستقرار امر اسلام- وثانی انتقال از دار کفر بہ دار اسلام، وایں بعد از تمکن واستقرار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بود در مدینہ-"

[ইসলামে *দুই ধরণের হিজরত পাওয়া গেছে:

এক.দারুল খওফ থেকে দারুল আমানে প্রত্যাবর্তন।

যেমন, ইসলামের সূচনালগ্নে কতক সাহাবা (রা.) মক্কার মুশরেকদের অনিষ্ট ও ফাসাদ থেকে নিরাপত্তা লাভের জন্য হাবশায় হিজরত করেন।

কিংবা যেমন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় হিজরত করারএবং সেখানে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে কতক সাহাবা (রা.) মক্কা থেকেমদীনায় হিজরত করেছিলেন।

দুই.দারুল কুফর থেকে দারুল ইসলামে প্রত্যাবর্তন। আর তা রাসূলসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মদীনায় ক্ষমতা ও প্রতিষ্ঠা লাভের পরহয়েছে।]

(আশি'য়াতুল লামাআতঃ ১/৩৫, 'ইন্নামাল আ'মালু বিন্ নিয়্যাত' হাদীসের আলোচন। 'ইসলাম আওর সিয়াসী নজরিয়্যাত': ৩২৯ থেকে সংগৃহীত)

দেহলবী রহ. এর বক্তব্যের পর্যালোচনাঃ

১.তাঁর এ বক্তব্যটি ফিকহ তথা আইন শাস্ত্রের কিতাবে নেই। হাদীসের ব্যাখ্যাগ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ ইসলামী বিধান ফিকহ তথা আইনশাস্ত্রের কিতাব থেকে নিতে হয়। ফিকহের কিতাবে না থাকলে (আর এমনটা খুব কমইহয়ে থাকে) তখন অন্য কোন কিতাবে যাওয়া যায়।

আমরা দেখি , ফিকহের কিতাবে এ মাসআলার সুস্পষ্ট আলোচনা আছে। সেখানেদারুল ইসলাম ও দারুল কুফর বা দারুল হরব ভিন্ন *তৃতীয় কোন প্রকার পাওয়া যায়না।

২.এ বক্তব্য দার তথা রাষ্ট্রের প্রকারভেদের আলোচনায় আনা হয়নি। হিজরতের আলোচনায় প্রসঙ্গক্রমে এসেছে। অথচ ইসলামী বিধান যেখানে তার সম্পর্কেস্বয়ংসম্পূর্ণভাবে আলোচনা করা হয়েছে সেখান থেকে নিতে হয়। প্রাসঙ্গিকআলোচনা থেকে নেয়া যায় না। তবে হ্যাঁ, স্বয়ংসম্পূর্ণ আলোচনা না থাকলে তখনপ্রাসঙ্গিক আলোচনা থেকে নেয়া যায়।

আমরা দেখি দারের আলোচনা স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে ফিকহের কিতাবে রয়েছে।

৩.শাহ আব্দুল হক্ব মুহাদ্দিসে দেহলবী রহ.(জন্ম-৯৫৮হি., মৃত্যু-১০৫২হি.) এক হাজার বছর পরের মানুষ। অথচ ইসলামী বিধান আইম্মায়ে সালাফতথা পূর্বসূরি ইমামগণ থেকে নিতে হয়। হ্যাঁ, যদি এমন কোন নতুন বিষয় হয় যাআইম্মায়ে সালাফ তথা পূর্বসূরি ইমামগণের যামানায় ছিল না, বরং পরে দেখাদিয়েছে- তাহলে তা পরবর্তী ইমামগণ থেকে নিতে হবে।

আমরা দেখি দার বিভক্তি নতুন কোন বিষয় নয়, বরং ইসলমের সূচনালগ্ন থেকেইছিল। আইম্মায়ে সালাফ তার সুস্পষ্ট আলোচনাও করেছেন। কাজেই তাঁদেরকে বাদ দিয়েএক হাজার বছর পরের কারো কথা ধর্তব্য নয়।

৪.সবকিছু যদি বাদও দেই তবুও শাহ আব্দুল হক্ব মুহাদ্দিসে দেহলবীরহ. এর বক্তব্য থেকে দারুল আমান দারুল হরবের বিপরীত কোন প্রকার দাঁড়ায় না।বরং তা দারুল হরবেরই একটা প্রকার সাব্যস্ত হয়।

কেননা দারুল হরবকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

এক.ঐ দারুল হরব যেখানে মুসলমানদের নিরাপত্তা নেই। একে দারুল খওফ বা দারুল ফিতনা বলা যায়। উল্লেখ্য যে, খওফ অর্থ - ভীতি।
যেমন, তখনকার মক্কা।

দুই.ঐ দারুল হরব যেখানে মুসলমানদের নিরাপত্তা রয়েছে এবং তা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে জড়িত নয়। একে দারুল আমান বলা যায়।
যেমন, তখনকার হাবশা।

আর যদি শাহ আব্দুল হক্ব মুহাদ্দিসে দেহলবী রহ. এর বক্তব্যে দারুল আমানদ্বারা এমন একটা রাষ্ট্র উদ্দেশ্য নেয়া হয় যা দারুল ইসলামও নয়, আবার দারুলহরবও নয়- তাহলে তাঁর বক্তব্যে উল্লেখিত দারুল খওফ দ্বারাও এমন একটা রাষ্ট্রউদ্দেশ্য নিতে হবে যা দারুল ইসলামও নয়, দারুল হরবও নয়, দারুল আমানও নয়।

তাহলে রাষ্ট্র মোট চার প্রকার হবে-

১. দারুল ইসলাম
২. দারুল হরব
৩. দারুল খওফ
৪. দারুল আমান

আর রাষ্ট্রকে এমন চার ভাগে ভাগ করা আইম্মায়ে কেরামের ইজমা তথা ঐক্যমতের সম্পূর্ণ পরিপন্থি।

মোট কথা- দারুল হরব দারুল হরবই। যতদিন না তা ইসলামী হুকুমতের অধীনেআসে। চাই তাকে অবস্থার প্রেক্ষিতে দারুল খওফ বা দারুল ফিতনা নাম দেয়া হোক, কিংবা দারুল আমান নাম দেয়া হোক।

সাহুল উসমানী রহ. এর বক্তব্যঃ

বলা হচ্ছে সাহুল উসমানী রহ. রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রহ. থেকে হিন্দুস্তানদারুল আমান হওয়ারসমর্থন নিয়েছেন । যদি নিয়েও থাকেন তবুও তা থেকে দারুলআমান দারুল ইসলাম ও দারুল হরব থেকে ভিন্ন তৃতীয় কোন প্রকার বুঝা যায় না।বরং দারুল হরবের একটা প্রকারই বুঝে আসে।

কেননা সেখানে বলা হয়েছে-

"جس طرح سے حبشہ قبل ہجرت شریف کے باوجود دار الحرب ہونے کے دار الامان تھا، اسی طرح سے ہندوستان بھی آجکل دار الامان ہے۔یہی وجہ ہے کہ یہاں سے مسلمانوں کو ہجرت ضروری نہیں ہے"

[(মদীনায়) হিজরতের পূর্বে হাবশা দারুল হরব হওয়া সত্তেও যেমন দারুল আমানছিল, এখন (ইংরেজদের দখলে থাকা) হিন্দুস্তানও তেমনি (দারুল হরব হওয়াসত্তেও) দারুল আমান। এ কারণেইএখানথেকেহিজরতকরেচলেযাওয়ামুসলমানদেরজন্যজররীনয়।]
(ইসলাম আওর সিয়াসী নজরিয়্যাতঃ৩৩০)

এ বক্তব্যে হিন্দস্তানকে দারুল হরব বহাল রেখেই দারুল আমান বলা হয়েছে। দারুল আমানকে

দারুল হরবের বিপরীত কোন প্রকার বলা হয়নি।

বি.দ্র.

ঐ সময় ইংরেজ আমলে যেহেতু মুসলমানরা জান-মাল, ইজ্জত-আব্রু ও দ্বীন-ধর্মেরব্যাপারে নিরাপদ ছিল এ কারণে তাকে দারুল আমান বলা হয়ে থাকতে পারে। কিন্তুইংরেজরা চলে যাওয়ার পর ভারত যখন মালউন হিন্দুদের হাতে আসে তখন থেকে সেখানেমুসলমানদের দু:খের কোন অন্ত নেই। কত লাখ মুসলমান যে হিন্দুদের হাতে অমানবিকনির্যাতনের পর শহীদ হয়েছে তার কোন ইয়ত্বা নেই। এখন নির্যাতনের মাত্রা দিনদিন শুধু বাড়ছে। কাজেই বর্তমানে কেউ ভারতকে দারুল আমান বললে সে নি:সন্দেহেজাহেল।ভারতের হিন্দুরা এখন খালেছ হরবী।

এ ব্যাপারে "ফাতাওয়া দারুল উলূম দেওবন্দ" এ একটা ফতোয়া আছে। সময় না থাকায় এখন তা উল্লেখ করতে পারলাম না।

দারুল আমান বলার ফায়েদা কি?

উল্লেখ্য যে, দারুল হরব দারুল আমান হওয়ার ফল শুধু এতটুকু যে, হানাফীমাযহাব মতে উক্ত দারুল হরবে যেহেতু দ্বীন পালনের সুযোগ আছে এ কারণে তা থেকেহিজরত করে দারুল ইসলামে চলে আসা ফরয নয়। তবে অন্যান্য ইমামগণ এর বিপরীতমত পোষণ করেন। তবে যদি দ্বীন পালনের সুযোগ না থাকে তাহলে তা আর দারুল আমানথাকে না। তখন সকলের মতেই তা থেকে হিজরত করে দ্বীন পালন করা যায় মতো কোথাওচলে যেতে হবে।

তদ্রুপ যদি জিহাদ ফরযে আইন হয়ে যায় (যেমন বর্তমানে ফরযে আইন) তাহলেওসেখানে বসে থেকে জিহাদ তরক করতে পারবে না। বরং অন্যান্য মুসলমানের মত তাকেওজিহাদে শরীক হতে হবে।

ঐ দারুল আমান যদি আসলী দারুল হরব হয় তাহলে তার বিরোদ্ধে ইকদামী তথাআক্রমনাত্নক জিহাদ করে তাকে ইসলামী হুকুমতের অধীনে নিয়ে আসা ফরযে কেফায়া।

আর যদি এমন হয় , মুসলমানদের হাতে ছিল পরে কাফেররা বা মুরতাদরা তা দখলকরে নিয়ে

গেছে তাহলে তার বিরোদ্ধে দিফায়ী তথা প্রতিরক্ষামূলক জিহাদ করেতাকে আযাদ করা ফরযে আইন।

অতএব, দারুল আমান হওয়া না হওয়ার কারণে জিহাদের মাসআলাতে পরিবর্তন আসছে না।

***

উল্লেখ্য যে, কোন দারুল হরবের সাথে যদি ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধাননির্দিষ্ট বা অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য যুদ্ধ বিরতির চুক্তি করেন তাহলেজিহাদের প্রস্তুতির জন্য মুসলমানদের যতদিন সময় লাগে ততদিন পর্যন্ত উক্তচুক্তি পালনীয়। কিন্তু এ সময়ের জন্য উক্ত দারুল হরব দারুল হরব থেকে বের হয়েভিন্ন কোন প্রকার হয়ে যাবে না । দারুল হরবই থেকে যাবে।

অনেকে মনে করেন– দারুল হরব হচ্ছে ঐ কাফের রাষ্ট্র যার সাথে বর্তমানেমুসলমানদের যুদ্ধ চলছে। আর যে কাফের রাষ্ট্রের সাথে বর্তমানে মুসলমানদেরযুদ্ধ চলছে না তা দারুল হরব নয়।

এই ধারণা সহীহ নয়; বরং প্রত্যেক কাফের রাষ্ট্রই দারুল হরব, চাই তার সাথে বর্তমানে মুসলমানদের যুদ্ধ চলুক বা না চলুক।
মুসলমানদের সাময়িক প্রয়োজনে কোন কাফের রাষ্ট্রের সাথে একটানির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত যুদ্ধ বন্ধের চুক্তি থাকলেও উক্ত রাষ্ট্র দারুল হরবএবং তার অধিবাসীরা হরবী বলেই গণ্য হবে।

ইবনুল হুমাম (রহ.) বলেন– لأنهم بالموادعة ما خرجوا عن أن يكونوا أهل حرب
(কেননা তারা চুক্তির কারণে হরবী হওয়া থেকে বের হয়ে যায়নি।) (ফাতহু কাদির;৫/৪৪৮)

তবে চুক্তি থাকার কারণে চুক্তির মেয়াদ শেষ না হলে বা যুদ্ধের আগাম বার্তা না পাঠিয়ে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যাবে না।]

দারুল হরবের সাথে যুদ্ধবিরতির চুক্তি থাকলে উক্ত দারুল হরবকে 'দারুলমুআদাআহ' বলা হয়। তদ্রুপ যে দারুল হরবে মুসলমানদের নিরাপত্তা রয়েছে এবং তামুসলমানদের বিরোদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত নয় ,অবস্থার প্রেক্ষিতে তাকে দারুল আমান বলাযেতে পারে। কিন্তু দারুল মুআদাআহ যেমন

দারুল হরবের বিপরীত কোন প্রকার নয়বরং তারই একটা প্রকার ,তদ্রুপ দারুল আমানও দারুল হরবের বিপরীত কোন প্রকারনয় বরং তারই একটা প্রকার।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সহীহ বুঝ দান করুন! আমীন!

***